পাঠ্যবইয়ে পছন্দের লেখকের লেখা রাখা ছাড়তে হবে

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ০৭:১১

অতীতে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের চেয়ে সরকার সমর্থক কবি-সাহিত্যিক-লেখকদের লেখা বেশি স্থান পেয়েছে পাঠ্যবইয়ে। এ ধারা থেকে বের হওয়া ছাড়া শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

শনিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ‘কেমন হবে পাঠ্যপুস্তক?’ শীর্ষক সভায় এমন অভিমত দেন বক্তারা। তাদের অভিযোগ, তরুণদের রক্তের বিনিময়ে ক্ষমতায় আসা সরকার শিক্ষা খাতকে গুরুত্ব দিচ্ছে না।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এ সভার আয়োজন করে। বক্তারা বলেন, আমাদের শিক্ষাক্রম ভোগবাদী ও বস্তুবাদী। ৯০ ভাগ মুসলিমের দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য জেলা-উপজেলা কর্মকর্তা থাকলেও মাদ্রাসা শিক্ষায় তা নেই।

লেখক-গবেষক তুহিন খানের সঞ্চালনায় সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব খ ম কবিরুল ইসলাম বলেন, কেমন পাঠ্যবই চাই- এর আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কেমন দেশ আমরা চাই? বৈষম্যবিরোধী গণঅভ্যুত্থানে যেসব তরুণ জীবন দিল, তাদের চাওয়ার সেই রাষ্ট্র কি পেয়েছি?
বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম বলেন, পছন্দের কবি-লেখক-সাহিত্যিকদের লেখা পাঠ্যবইয়ে রেখে বড়-ছোট করার চেষ্টা হয়। গত সরকারের আমলে আল মাহমুদকে পাঠ্যবই থেকে বিদায় করার চেষ্টা হয়েছে। এতে আল মাহমুদের সৃষ্টির গুণগত তারতম্য হয়নি।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, দক্ষিণ কোরিয়া উন্নত হয়েছে শিক্ষার জোরে। আমরা এখনও মানসম্মত শিক্ষা থেকে যোজন দূরে। লেখক ও গবেষক আবদুল জব্বার জাহাংগীর বলেন, শিশুদের আমরা পাঠ্যবইয়ে ভূতের গল্প শেখাচ্ছি। অথচ ভূত বলে কিছু নেই। তাদের মিথ্যা শেখাচ্ছি।
সংবিধান বিশেষজ্ঞ শাহাদাত হোসেন বলেন, বিষয়বস্তুর গুরুত্বের চেয়ে সরকার সমর্থক কবি-সাহিত্যিক-লেখকদের লেখা পাঠ্যবইয়ে বেশি স্থান পায়। শেখ হাসিনার আমলে কবি আল মাহমুদ, ফররুখ আহমদের মতো লেখক বাদ গেছেন। ঢুকেছেন অধ্যাপক জাফর ইকবাল, কবি কামাল চৌধুরীরা। এ ধারা থেকে বের হতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ড. হেদায়েত উল্লাহ বলেন, গত সাড়ে ১৫ বছর ধরে শিক্ষাক্রম থেকে ইসলামী ও নৈতিক শিক্ষা সংকুচিত করা হয়েছে। সভায় আরও বক্তৃতা করেন আইআইইউটির অধ্যাপক আমানউল্লাহ মুজাহিদ, শিক্ষক তৌহিদুল ইসলাম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র সিনথিয়া জাহান আয়েশা প্রমুখ।